ইরাকের সাদ্দাম বুশের ভিয়েতনাম

ভিয়েতনামে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল আমেরিকাকে। ২৮ বছর পর সেই দুঃসহ স্মৃতি আবার ফিরে আসছে ইরাকে। হো চি মিনের জায়গায় এবার অবতীর্ণ হয়েছেন সাদ্দাম। সাদ্দামের ইরাক কি বুশের ভিয়েতনাম হতে যাচ্ছে.... লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকার সাংবাদিক বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি সামরিক কমান্ডারকে জিজ্ঞেস করলেন 'যুদ্ধে জিতবে কে?' স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানি কমান্ডার উত্তর দিলেন- পাকিস্তান। কিছুক্ষণ পরে হোটেল কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সেই সাংবাদিককে ডাকলেন কমান্ডার। বললেন, 'এবার আমাকে জিজ্ঞেস করুন কে জিতবে।' সাংবাদিক সেই প্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'বাংলাদেশ জিতবে।' সাংবাদিক অবাক। কেন? অব দ্য রেকর্ডে সেই পাকিস্তানি কমান্ডার বললেন, 'কারণ এই যুদ্ধ একটি জাতির বিরুদ্ধে। আর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো সেনাবাহিনী জিততে পারে না।'

ইরাকে ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। আমেরিকা প্রথমে বলেছিল, দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে এই যুদ্ধ। কিন্তু এখন বলছে, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী এবং কঠিন হবে। কেন? কারণ চিরন্তন। আমেরিকার এই যুদ্ধ একটি জাতির বিরুদ্ধে। আর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে এত সহজে আমেরিকা জিতবে, সেটা ভাবা অমূলক।

মার্কিনিদের অনেকের মনেই এখন ভিয়েতনাম যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি ফিরে আসছে। গত ২৮ বছর ধরেই ভিয়েতনাম মার্কিনিদের জন্য দুঃস্বপ্ন। শুধু ২১ হাজার সৈন্যের মৃত্যুই নয়, এটা ছিল বিশ্বের অন্যতম সুপার

৩০ এপ্রিল, ১৯৭৫ : ভিয়েতনামে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। উত্তর ভিয়েতনামের যোদ্ধারা ঘেরাও করে সায়গনে মার্কিন অ্যাম্বাসি। পেছনের দরজা দিয়ে পালাচ্ছে মার্কিনিরা

বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদেনী

পুড়ছে আমেরিকান পতাকা। বিশ্বজুড়ে বাড়ছে মার্কিন বিরোধী মনোভাব

পাওয়ারের মুখে এক চরম চপেটাঘাত। তাই ভিয়েতনাম যেমন মার্কিনিদের জন্য ভীতির নাম, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত যেকোনো দুর্বল প্রতিপক্ষের জন্য আত্মবিশ্বাসের নাম ভিয়েতনাম। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফেজ আল আসাদ সে কথাই মনে করিয়ে দিয়েছেন। লেবাননের দৈনিক আস-সাফিরকে দেয়া সাক্ষাৎকারে আসাদ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে ভিয়েতনামের মতো অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে। অথবা '৮০-র দশকে যেভাবে লেবানন ছেড়ে যেতে হয়েছিল, ব্যাপারটি সেরকমও হতে পারে। কেননা, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে ইরাকে 'জনযুদ্ধে'র মুখোমুখি হতে হবে।

'জনযুদ্ধে'র ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই উপেক্ষা করেছে। বরং এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে- ইরাকে সাদ্দামের খুঁটির জোর নেই। তাই যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র সাদ্দামের বিরুদ্ধে গণজাগরণ দেখা দেবে, পতন ঘটবে সাদ্দামের। সাদ্দাম নিজ দেশের লোকজনের ওপর অত্যাচার করেছেন, কুর্দিদের ওপর রাসায়নিক গ্যাস প্রয়োগ করেছেন। ফলে দেশে সাদ্দামবিরোধী একটা জনমত আছে এটা সত্য। কিন্তু জনগণের মনোস্তত্ত্ব বুঝতে ভুল করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

ধরা যাক, রোমে আক্রমণ চালানো হলো, যেমনটা চলছে ইরাকে। ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে? ইউরোপের গর্ব 'চিরন্তন নগরী'তে আক্রমণের রেশ শুধু ইটালিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র ইউরোপে। এমনকি ইউরোপ ছাড়িয়ে আটলান্টিকের ওপারে। একই ব্যাপার ঘটছে ইরাকে। ৫ হাজার বছরের পুরনো সভ্যতার জন্মভূমিতে এখন চলছে ইঙ্গ-মার্কিন নারকীয় যজ্ঞ। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস অববাহিকাকে বলা হয় 'সভ্যতার পীঠস্থান'। ইরাকের প্রাচীন অথচ গৌরবময় অতীতকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে যে যুদ্ধ চলছে, তার প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে সারা বিশ্বে। বিশ্বের মুসলমানরা আজকে সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ। কেননা, এই বাগদাদই ছিল মুসলিম বিশ্বের রাজধানী। তাই বিশ্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানই আজ সাদ্দামের পেছনে। মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন থেকে শুরু করে সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে মুসলমান যুবকরা দলে দলে অংশ নিতে চলেছে যুদ্ধে। এই যুদ্ধ তাদের কাছে 'জেহাদের' শামিল। যে সাদ্দাম মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা হারিয়েছিল নিজের দোষে, যুক্তরাষ্ট্রের কল্যাণে সেই সাদ্দাম আজ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের নেতা।

কার্টুন : শিশির ভট্টাচার্য, প্রথম আলো

ইরাক কি ভিয়েতনাম হতে যাচ্ছে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফরাসি আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পেছনে সমর্থন যুগিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল হো চি মিনের ভিয়েতনাম। কিন্তু তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন, কোরিয়ান যুদ্ধের ঠিক পরপরই আরেকটি যুদ্ধে

মার্কিন সৈন্য ও সম্পদের ব্যবহার যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিই বয়ে আনবে। কিন্তু কেনেডির আমলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। কেনেডি মনে করেছিলেন, উত্তর ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের ঘাঁটিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। বিশেষত, রাশিয়া কিংবা চীনের স্টাইলে সেখানে অভ্যুত্থান হলে পাল্টে যাবে এলাকার চেহারা। আরও ভয় ছিল, উত্তর ভিয়েতনামে কম্যুনিজম কায়েম হলে এর প্রতিক্রিয়া পড়বে গোটা বিশ্বে এবং 'মুক্ত বিশ্বে'র অহঙ্কার ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে। এটা ছিল কেনেডির দৃষ্টিতে 'স্বাধীনতা' বনাম 'কম্যুনিজমের' সংঘাত। পরিণতিতে উত্তর-দক্ষিণ সীমারেখা টানতে যুক্তরাষ্ট্র সচেষ্ট হয় এবং ভিয়েতনামে পাঠানো হয় হাজার হাজার মার্কিন 'উপদেষ্টা'।

পরবর্তী মাসগুলোতে মার্কিন সরকারের জন্য পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময় জনসন ক্ষমতায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন আরো সৈন্য পাঠানোর। যেখানে উচিত ছিল সরে আসা, নিদেনপক্ষে আলোচনায় বসা। এরপর 'তনকিন উপসাগরের' সাজানো নাটকের পরই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র। ২৫ হাজার সৈন্য পাঠায় যুক্তরাষ্ট্র। পরবর্তী

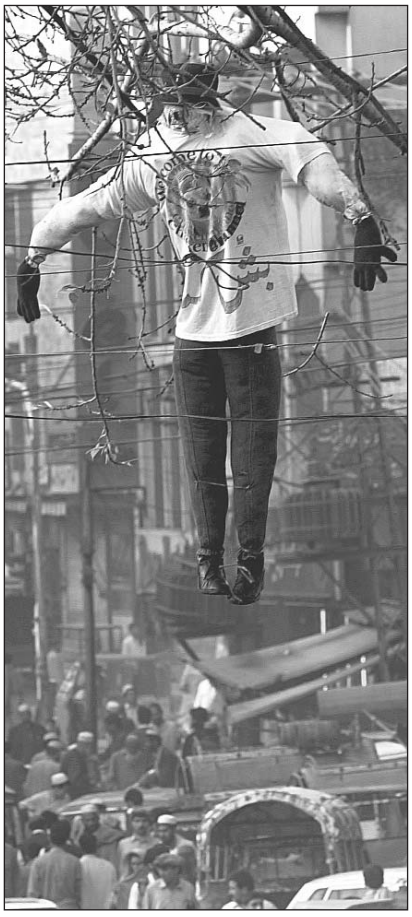

বুশ সবার ঘৃণার পাত্র

বিশ্বব্যাপী অমানবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানবতাবাদীরা সোচ্চার

ঘটনা করুণ ইতিহাস।

বিশ্লেষকরা ইরাকের সঙ্গে ভিয়েতনামের দারুণ সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন। হো চি মিনের স্থানে এসেছেন সাদ্দাম। সে সময় যুক্তরাষ্ট্র মোকাবেলা করছিল কম্যুনিজমের। এবার ভাইস প্রেসিডেন্ট চেনির ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে ইরাকের পক্ষ থেকে 'গুরুতর হুমকি'। যুক্তরাষ্ট্রের কথায়, সাদ্দাম রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরি করছে যা এ মুহূর্তে ধ্বংস করা প্রয়োজন।

অন্যদিকে, ইরাককে শত্রুর কাতারে ফেলার জন্য কম নাটকের ব্যবস্থা করা হয়নি। 'তনকিন উপসাগরের' ঘটনার মতো '৯১ সালে 'পারস্য উপসাগরীয়' যুদ্ধের অবতারণা করা হয়। '৭৫-এ সায়গনে পরাজয়ের আগে '৬৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র যেমন যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল, '৯১ সাল থেকেই ইরাকের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু সায়গনের পতন যেমন ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ পরিণতি ছিল, এবারও কি বাগদাদ দখল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পরাজয়ের দিকেই এগুচ্ছে?

ভিয়েতনাম যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয়ের বড় কারণ ছিল ভিয়েতকং গেরিলারা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ইরাক যুদ্ধও সেই পথে এগুচ্ছে। নাজাফে গাড়িবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ মরুপথে মার্কিন রসদ সরবরাহ লাইনে চোরাগুপ্তা হামলা চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই

দেশে ফেরত আসছে ব্রিটিশ সেনার লাশ

বুশের বুকের ভেতর কেবলই অর্থের চিন্তা– পোস্টারগুলো তাই বলছে

সাদ্দাম ঘোষণা দিয়েছেন, বাগদাদের রাস্তায় রাস্তায় লড়াই হবে। ইরাকের রণকৌশল থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ধরনের যুদ্ধ সাধারণত দীর্ঘ হয় এবং কোনো ধরনের জয়-পরাজয় ছাড়াই সাময়িক বিরতীতে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। যেমন- ইসরায়েল গত ৫০ বছর ধরে চেষ্টা করেও ফিলিস্তিনিদের পরাস্ত করতে পারেনি। রাশিয়া পারেনি চেচেনদের পরাস্ত করতে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও।

যুদ্ধ শুরু হয়েছে ১২ দিন। ইতিমধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন জোট বাহিনীর যা ক্ষয়ক্ষতি তাতে পশ্চিমা মহল হতবাক। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামসফেল্ড ও সেনাবাহিনী প্রধান টমি ফ্রাঙ্কসের মধ্যে বিতর্ক প্রকাশ্যে রূপ নিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, ইরাক যুদ্ধ তাদের প্ল্যান মোতাবেক হচ্ছে না। সাংবাদিকরা রামসফেল্ডকে এ প্রশ্নও করেছেন, তার যুদ্ধ পরিকল্পনা পেন্টাগন অনুমোদন দিয়েছিল কি না। এবং তিনি ইরাকি সেনাবাহিনীকে খাটো করে দেখেছিলেন কিনা। যুদ্ধ শুরুর আগে রামসফেল্ড বলেছিলেন, যুদ্ধ হবে ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, 'যুদ্ধ ছয় দিনও চলতে পারে, ছয় সপ্তাহও পারে। তবে নিশ্চিতরূপে ছয় মাস নয়।' কিন্তু বিশ্ববাসী রামসফেল্ডের কথায় আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। নিউইয়র্ক টাইমস-সিবিএস টিভি পরিচালিত যুদ্ধে দেখা যায়, যুদ্ধ দ্রুত শেষ হবে এমন ধারণা ৬২ শতাংশ থেকে কমে ৪৩ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে, যুদ্ধ খুব 'ভালোভাবে' চলছে এমন বিশ্বাসও ৪৪ শতাংশ থেকে কমে ৩২ শতাংশে নেমেছে। ইতিমধ্যে খবর বেরিয়েছে, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী তাদের বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা ৫-৬ দিনের জন্য স্থগিত করেছে। পেন্টাগন এ কথা স্বীকার না করলেও যুদ্ধের চিত্র বলে দিচ্ছে, জোটবাহিনীর অগ্রযাত্রা থমকে গেছে। আরো সৈন্য প্রেরণ করা হচ্ছে উপসাগরীয় অঞ্চলের পথে।

১ লাখ ২০ হাজার সৈন্য উপসাগরে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর সরবরাহ লাইন সুরক্ষিত করার দায়িত্ব পালন করবে। কিন্তু মরু অঞ্চলে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে এসব সৈন্য কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে সেই সন্দেহ থেকেই যায়।

সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি গলদ রয়েছে। প্রথমত, আড়াই লাখ সৈন্যের সংখ্যা ইরাকে স্থল অভিযানের জন্য খুবই কম। পক্ষান্তরে ইরাকে রয়েছে সাড়ে ৪ লাখ সৈন্যের নিয়মিত বাহিনী। পাশাপাশি, বেসামরিক নাগরিকরাও সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে চলেছে ইরাকি সেনাবাহিনীকে।

দ্বিতীয়ত, ইঙ্গ-মার্কিন জোট বিমান আক্রমণের মধ্যদিয়ে স্থল অভিযানের পথ পরিষ্কার না করেই যুদ্ধ শুরুর ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্থল অভিযান শুরু করেছে। অন্যদিকে মরুভূমিতে বাধা না দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল ইরাকি বাহিনী। এই ফাঁদে পা দিয়ে যুদ্ধের ৭২ ঘন্টার মধ্যে বিশাল মরুভূমি পার হয়ে টাইগ্রিস নদীর কাছাকাছি পৌঁছে যায় জোট বাহিনী। পেছনে পড়ে থাকে অরক্ষিত সরবরাহ লাইন। এই সুযোগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে অনেকটা ঘেরাও করে ফেলে ইরাকি সেনারা। ফলে তাদের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হতে হচ্ছে।

তৃতীয়ত, বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী অহেতুক তাড়াহুড়া করছে। যে কারণে বাগদাদ অভিমুখে যেসব শহরে তারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেখানে যুদ্ধ সমাপ্ত না করেই সামনে অগ্রসর হচ্ছে। যেমন উম্ম কসর দখলের আগেই বসরা আক্রমণ। তারপর বসরা নিয়ন্ত্রণে না এনেই নাজাফ আক্রমণ। একইভাবে নাজাফের পর কারবালা। এর ফলে পেছন থেকে গেরিলা আক্রমণ করা ইরাকিদের পক্ষে সহজ হচ্ছে।

চতুর্থত, ইঙ্গ-মার্কিন জোট এই বিশ্বাসে অটল ছিল, উত্তরে কুর্দি এবং দক্ষিণে শিয়ারা

ইরাকে আটক মার্কিন সেনা

যুদ্ধে নিহত মার্কিন সেনা : এসব ছবি পশ্চিমা মিডিয়া প্রচার করে না

ফ্ল্যাশব্যাক ভিয়েতনাম

তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এদেরকে আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় জোটের মতো ব্যবহার করে সামনে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা ছিল জোট বাহিনীর। কিন্তু সেই ধারণা বাস্তবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। উপরন্তু, তুরস্কের ঘাঁটি ব্যবহার না করতে পারায় উত্তরাঞ্চল দিয়ে ৬২ হাজার সৈন্য প্রেরণের পরিকল্পনা স্থগিত করতে হয়। মার্কিন সমর পরিকল্পনায় এটি বড় রকমের গলদ। যুদ্ধ শুরুর আগেই যৌথবাহিনীর কমান্ডার টমি ফ্রাঙ্ক রামসফেল্ডকে আরো অধিক সৈন্য মোতায়েন এবং কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখার কথা বলেছিলেন। তিনি যুদ্ধ এ মুহূর্তে শুরু না করার পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু একরোখা রামসফেল্ড এসব কথায় কান দেননি। মার্কিন সমরবিদরা এখন বলছেন, যুদ্ধ আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।

আসল যুদ্ধ শুরু হবে বাগদাদ দখলকে কেন্দ্র করে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিতরূপে চাইবে না বাগদাদের রাস্তায় লড়াই করতে। এ কাজটি করতে গিয়ে বসরায় তারা ব্যর্থ হয়েছে। জোট বাহিনীর টার্গেট থাকবে বাগদাদ ঘিরে বসে থাকা এবং অপেক্ষা করা শহরের ভেতরে কোনো রকম অভ্যুত্থানের। জোট বাহিনীর আশা বাস্তবায়িত হবে এমন সম্ভাবনা কম। সে ক্ষেত্রে বাগদাদের ভেতরে জোট বাহিনীকে ঢুকতেই হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হবে, সাধারণ মানুষের মৃত্যু বাড়বে এবং যুদ্ধের ফলাফল হবে অনিশ্চিত।

সভ্যতা বিনাশী যুদ্ধ

'কাউবয়' প্রেসিডেন্ট বুশ আর তার ব্যবসায়িক পার্টনার ডিক চেনির কাছে ইরাকের হাজার বছরের সভ্যতার কোনো দাম নেই। তারা চেনে কেবল ইরাকের তেল। আর এ জন্যই মানবতার সমস্ত সংজ্ঞা পায়ের নিচে ফেলে, আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে এই সভ্যতা বিনাশী যুদ্ধকে তারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভয়াবহ। বিশ্বের মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই যুদ্ধকে মুসলমান-খ্রিস্টানের যুদ্ধ হিসেবে দেখছে। অন্যদিকে সাদ্দামের দোষত্রুটি সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। সাদ্দাম হয়ে উঠছেন মুসলিম বিশ্বের নেতা।

যুদ্ধ শুরুর আগে রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি যতোটা সরব ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল; যুদ্ধের পরে মনে হচ্ছে তারা পিঠটান দিয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে পুতিন, শিরাক, শ্রোয়েডারের সরব হওয়া সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। কেননা, যুদ্ধ কেবল ধর্মযুদ্ধে রূপ নিতে যাচ্ছে। বিশ্বের অন্য শক্তিমান দেশগুলো যদি মানবতার খাতিরে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থানকে রুখতে এগিয়ে না আসে তাহলে পৃথিবীর সামনে অনিশ্চিত অন্ধকার। মুসলিম দেশগুলোতে সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করছে এই যুদ্ধ। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে থাকলেও জনগণের চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অন্যদিকে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই যুদ্ধ বদলে দিতে পারে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র। বিশেষত, যুক্তরাষ্ট্র কুর্দিদের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন উসকে দিচ্ছে। কুর্দিরা ইরাক, ইরান ও তুরস্কের বেশকিছু অংশ নিয়ে স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। ইরান এবং তুরস্ককে বিপদে ফেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কুর্দিদের ব্যবহার করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের মতো সমস্যা সৃষ্টির ইতিহাস যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে।

সব মিলিয়ে ইরাক যুদ্ধ পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থিতিশীল করে তুলবে। এক সময় ইউরোপের বলকান অঞ্চলকে বলা হতো বিশ্বের যুদ্ধক্ষেত্র। আগামী দিনগুলোতে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যই সেই স্থান দখল করবে।